আখ চাষের বিস্তারিত তথ্য

জাত পরিচিতি

জাতের নাম : ঈশ্বরদী ১-৫৩

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৩২০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চিনির পরিমাণ ১২.১১%, উন্নতমানের গুড় তৈরি হয়।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

চারার সোজাসুজি গজায়, পাতা ও আখ চিকন, চোখ চিকন ও ত্রিকোণাকৃতির অপুষ্পক, মধ্যম পরিপক্ক জাত। বিদ্যমান চিনির পরিমাণ ১২.১১%। বন্যা ও জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু। বৃহত্তর পাবনা, বগুড়া, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, জামালপুর ও রাজশাহী অঞ্চলের জন্য চাষোপযোগী।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩৯২ - ৪৩৭

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৯৭-১০৮ আঁখ/ গুড় ৪.০০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমাণ : ০ - ২ কেজি, ২ চোখ বিশিষ্ট

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

নভেম্বর

ফসল তোলার সময় :

অক্টোবর- নভেম্বর

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই), ২৩/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ঈশ্বরদী ২-৫৪

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৩২০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বিদ্যমান চিনির পরিমাণ ১২.১১%।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

চারার সোজাসুজি গজায়, পাতা ও আখ চিকন, অপুষ্পক, মধ্যম পরিপক্ক জাত। বয়স্ক আঁখ চিকন, বন্যা ও জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩৯২ - ৪৩৭

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৯৭-১০৮ আখ / গুড় ৪.০০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমাণ : ০ - ২ কেজি, ২ চোখ বিশিষ্ট

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : পলি-দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

নভেম্বর

ফসল তোলার সময় :

অক্টোবর- নভেম্বর

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট(বিএসআরআই), ২৩/০২/২০১৮।

জাতের নাম : লতারি জবা-সি

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৩২০

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

আখের ভিতর একটু ফাপা আছে চোখ অভেট, অপুষ্পক, বন্যা-জলাবদ্ধতা সহনশীল, লবণাক্ত ও অন্যান্য এলাকার জন্য প্রযোজ্য।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩৯২ - ৪৩৭

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৯৭-১০৮ আখ / গুড় ৪.০০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমাণ : ০ - ২ কেজি, ২ চোখ বিশিষ্ট

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : পলি-দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

নভেম্বর

ফসল তোলার সময় :

অক্টোবর-নভেম্বর

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই), ২৩/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ঈশ্বরদী ১৬

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৩২০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চিনির ধারণ ক্ষমতা ১৪.৫৩%, উন্নতমানের গুড় তৈরি হয়।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

আগাম জাত, আখের চোখ ছোট, ডিম্বাকৃতির। পাতার খোলে হল আছে। আখের রঙ সবুজ, ভিতরে ফাপা নেই। প্রথমে লালপচা রোগ প্রতিরোধী ছিল, পরবর্তীতে লালপচা রোগ বেশি হলে চাষাবাদ রহিত করা হয়। বৃহত্তর দিনাজপুর, বগুড়া, রংপুর ও রাজশাহী অঞ্চলের জন্য চাষোপযোগী।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩৯২ - ৪৩৭

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৯৭-১০৮ আখ / গুড় ৪.০০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমাণ : ০ - ২ কেজি, ২ চোখ বিশিষ্ট

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : পলি-দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই), ২৩/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ঈশ্বরদী ১৭

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৩২০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : উন্নতমানের গুড় তৈরি হয়, চিনির ধারণ ক্ষমতা ১৪.৪৮%।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

পাতার খোলে হল আছে। আখের রঙ সবুজ, ভিতরে ফাপা নেই। প্রথমে লালপচা রোগ প্রতিরোধী ছিল, পরবর্তীতে লালপচা রোগ বেশি হলে চাষাবাদ রহিত করা হয়। বৃহত্তর দিনাজপুর, বগুড়া, রংপুর ও রাজশাহী অঞ্চলের জন্য চাষোপযোগী।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩৯২ - ৪৩৭

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৯৭-১০৮ আখ/ গুড় ৪.০০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমাণ : ০ - ২ কেজি, ২ চোখ বিশিষ্ট

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : পলি-দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

নভেম্বর

ফসল তোলায় সময় :

অক্টোবর-নভেম্বর

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই), ২৩/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ঈশ্বরদী ১৮

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৩২০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চিনির ধারণ ক্ষমতা ১৩%।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

পাতা মাঝারি চওড়া এবং হালকা সবুজ, আখের চোখ ডিম্বাকৃতি। বৃহত্তর দিনাজপুর, বগুড়া, রংপুর ও রাজশাহী অঞ্চলের জন্য চাষোপযোগী।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩৯২ - ৪৩৭

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৯৭-১০৮ আখ/ গুড় ৪.০০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমাণ : ০ - ২ কেজি, ২ চোখ বিশিষ্ট

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : পলি-দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

নভেম্বর

ফসল তোলায় সময় :

অক্টোবর-নভেম্বর

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই), ২৩/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ঈশ্বরদী ১৯

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৩২০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চিনির ধারণক্ষমতা ১৩.৫৮%, মধ্যম মানের গুড় হয়।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

আখের চোখ ছোট, ডিম্বাকৃতি। পাতার খোলের মাঝামাঝি জায়গায় হল আছে। উচ্চ ফলনশীল জাত। রাজশাহী, পাবনা, জামালপুর ও জয়পুরহাটের জন্য উপযোগী।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩৯২ - ৪৩৭

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৯৭-১০৮ আখ/ গুড় ৪.০০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমাণ : ০ - ২ কেজি, ২ চোখ বিশিষ্ট

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : পলি-দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

নভেম্বর

ফসল তোলার সময় :

অক্টোবর-নভেম্বর

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই), ২৩/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ঈশ্বরদী ২০

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৩২০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চিনির পরিমাণঃ ১৩.৪৮%, মুড়ি আখের জন্য অত্যন্ত ভাল।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

আখের চোখ বড়, ত্রিকোণাকৃতির। খরা, বন্যা ও জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু। চর ও নীচু এলাকার জন্য উপযোগীবন্যা সহনশীল, চমৎকার রেন্টন ফ্রপ, অপুস্পক, মধ্যম পরিপক্ব।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩৯২ - ৪৩৭

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৯৭-১০৮ আখ/ গুড় ৪.০০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমাণ : ০ - ২ কেজি, ২ চোখ বিশিষ্ট

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : পলি-দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

নভেম্বর

ফসল তোলার সময় :

অক্টোবর-নভেম্বর

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই), ২৩/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ঈশ্বরদী ২১

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৩২০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চিনির ধারণ ক্ষমতা ১৪.৩৭%, উন্নতমানের গুড় হয়।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

চোখ বড়, পাতার খোলার উপরের অংশে প্রচুর হল আছে। আগাম পরিপক্ক জাত। বন্যা সহিষ্ণু। বৃহত্তর পাবনা, বগুড়া, রংপুর ও রাজশাহী অঞ্চলের জন্য চাষোপযোগী।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩৯২ - ৪৩৭

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৯৭-১০৮ আখ/ গুড় ৪.০০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমাণ : ০ - ২ কেজি, ২ চোখ বিশিষ্ট

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : পলি-দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

নভেম্বর

ফসল তোলার সময় :

অক্টোবর-নভেম্বর

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই), ২৩/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ঈশ্বরদী ২২

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৩২০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চিনির ধারণ ক্ষমতা ১১.৯৬%, উন্নতমানের গুড় হয়।

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য :

চোখ মধ্যম আকারের, ওভেট। বৃহত্তর রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, কুষ্টিয়া ও জামালপুরের জন্য উপযোগী।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩৯২ - ৪৩৭

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৯৭-১০৮ আখ/ গুড় ৪.০০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমাণ : ০ - ২ কেজি, ২ চোখ বিশিষ্ট

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচ্চ

উপযোগী মাটি : পলি-দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

নভেম্বর

ফসল তোলার সময় :

অক্টোবর-নভেম্বর

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই), ২৩/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ঈশ্বরদী ২৪

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৩২০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চিনির ধারণ ক্ষমতা ১৪.১৫ %, চিবিয়ে খাওয়ার উপযোগী।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

চোখ মধ্যম আকারের, ওভেট। পুষ্পক তবে মাঝে মাঝে ফুল দেখা যায়, আগাম জাত। বৃহত্তর রাজশাহী, পাবনা, বগুড়ার জন্য উপযোগী।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩৯২ - ৪৩৭

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৯৭-১০৮ আখ/ গুড় ৪.০০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমাণ : ০ - ২ কেজি, ২ চোখ বিশিষ্ট

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : পলি-দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

নভেম্বর

ফসল তোলায় সময় :

অক্টোবর-নভেম্বর

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই), ২৩/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ঈশ্বরদী ২৫

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৩২০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চিনির ধারণ ক্ষমতা ১৩.২০ %। চিবিয়ে খাওয়ার উপযোগী।

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য :

চোখ মধ্যম আকারের, ওভেট। পুষ্পক তবে মাঝে মাঝে ফুল দেখা যায়, আগাম জাত। বৃহত্তর রাজশাহী, পাবনা, বগুড়ার জন্য উপযোগী।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩৯২ - ৪৩৭

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৯৭-১০৮ আখ/ গুড় ৪.০০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমাণ : ০ - ২ কেজি, ২ চোখ বিশিষ্ট

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : পলি-দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

নভেম্বর

ফসল তোলায় সময় :

অক্টোবর-নভেম্বর

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই), ২৩/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ঈশ্বরদী ২৬

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৩২০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চিনির ধারণ ক্ষমতা ১৪.৭৪ %, চিবিয়ে খাওয়ার উপযোগী।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

চোখ মধ্যম আকারের, চতুষ্কোণ আকৃতি। অপুষ্পক মধ্যম পরিপক্ব জাত। মধ্যম ফলনশীল ও মধ্যম পরিপক্ব জাত। বৃহত্তর রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া ও দিনাজপুরের জন্য উপযোগী।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩৯২ - ৪৩৭

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৯৭-১০৮ আখ/ গুড় ৪.০০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমাণ : ০ - ২ কেজি, ২ চোখ বিশিষ্ট

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : পলি-দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

নভেম্বর

ফসল তোলার সময় :

অক্টোবর-নভেম্বর

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই), ২৩/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ঈশ্বরদী ২৭

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৩২০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : উন্নতমানের গুড় হয়। চিনির ধারণ ক্ষমতা ১৪.৭৪ %। চিবিয়ে খাওয়ার উপযোগী।

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য :

চোখ মধ্যম আকারের, ওভেট, পুষ্পক, আগাম পরিপক্ব জাত। মধ্যম ফলনশীল ও মধ্যম পরিপক্ব জাত। বৃহত্তর রাজশাহী, কুষ্টিয়া, রংপুর, পাবনা, বগুড়া, ময়মনসিংহ ও দিনাজপুরের জন্য উপযোগী।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩৯২ - ৪৩৭

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৯৭-১০৮ আখ/ গুড় ৪.০০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমাণ : ০ - ২ কেজি, ২ চোখ বিশিষ্ট

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

নভেম্বর

ফসল তোলার সময় :

অক্টোবর-নভেম্বর

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই), ২৩/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ঈশ্বরদী ২৮

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৩২০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চিনির ধারণ ক্ষমতা ১৪.৩১%, উন্নতমানের গুড় তৈরি হয়।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

চোখ মধ্যম আকারের, ওভেট, পুষ্পক, আগাম পরিপক্ব জাত, উচ্চ ফলনশীল ও লবণাক্ত এলাকার জন্য উপযুক্ত। বৃহত্তর রাজশাহী, কুষ্টিয়া, রংপুর, পাবনা, বগুড়া ও দিনাজপুরের জন্য উপযোগী।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩৯২ - ৪৩৭

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৯৭-১০৮ আখ/ গুড় ৪.০০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমাণ : ০ - ২ কেজি, ২ চোখ বিশিষ্ট

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : পলি-দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

নভেম্বর

ফসল তোলার সময় :

অক্টোবর-নভেম্বর

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই), ২৩/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ঈশ্বরদী ২৯

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৩২০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চিনির ধারণক্ষমতা ১৪.২৯%, উন্নতমানের গুড় তৈরি হয়।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

চোখ ছোট, ওভেট, গুড়ের গুণগত মান ভাল, পুষ্পক, আগাম, বন্যা সহনশীল। উন্নতমানের গুড় হয়। উচ্চফলনশীল ও বন্যা সহিষ্ণু। বৃহত্তর রাজশাহী, কুষ্টিয়া, রংপুর, পাবনা, বগুড়া, জয়পুরহাট ও দিনাজপুরের জন্য উপযোগী।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩৯২ - ৪৩৭

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৯৭-১০৮ আখ/ গুড় ৪.০০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমাণ : ০ - ২ কেজি, ২ চোখ বিশিষ্ট

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : পলি-দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

নভেম্বর

ফসল তোলার সময় :

অক্টোবর-নভেম্বর

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই), ২৩/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ঈশ্বরদী ৩০

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৩২০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চিনির ধারণক্ষমতা ১৪.৫৯%, উন্নতমানের গুড় তৈরি হয়।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

চোখ ছোট, ওভেট, গুড়ের গুণগত মান ভাল, পুষ্পক, আগাম, বন্যা সহনশীল। উন্নতমানের গুড় হয়। উচ্চফলনশীল ও বন্যা সহিষ্ণু। বৃহত্তর রাজশাহী, কুষ্টিয়া, রংপুর, পাবনা, বগুড়া, জয়পুরহাট ও দিনাজপুরের জন্য উপযোগী।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩৯২ - ৪৩৭

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৯৭-১০৮ আখ/ গুড় ৪.০০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমাণ : ০ - ২ কেজি, ২ চোখ বিশিষ্ট

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : পলি-দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

নভেম্বর

ফসল তোলায় সময় :

অক্টোবর-নভেম্বর

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট(বিএসআরআই), ২৩/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ঈশ্বরদী ৩১

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৩২০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : উন্নতমানের গুড় হয়, চিনির ধারণক্ষমতা ১২.৯৪%।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

চোখ মাঝারি, কান্ড শক্ত, ফাঁপা নেই, খোলে হুল আছে, পুষ্পক, মধ্যম পরিপক্ব। উচ্চফলনশীল ও বন্যা সহিষ্ণু। বৃহত্তর রাজশাহী, কুষ্টিয়া, রংপুর, পাবনা, সিলেট, বরিশালের জন্য উপযোগী।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩৯২ - ৪৩৭

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৯৭-১০৮ আখ/ গুড় ৪.০০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমাণ : ০ - ২ কেজি, ২ চোখ বিশিষ্ট

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : পলি-দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

নভেম্বর

ফসল তোলায় সময় :

অক্টোবর-নভেম্বর

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই), ২৩/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ঈশ্বরদী ৩২

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৩২০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চিনির পরিমাণঃ ১২.৬০%, উন্নতমানের গুড় হয়।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

আখের চোখ মাঝারি ও ডিম্বাকৃতির, পাতা শুকিয়ে গেলে ঝরে পড়ে না, পুষ্পক, মধ্যম পরিপক্ক, উচ্চফলনশীল ও চরাঞ্চলের জন্য ভাল। বন্যা ও খরা সহনশীল।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩৯২ - ৪৩৭

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৯৭-১০৮ আখ/ গুড় ৪.০০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমাণ : ০ - ২ কেজি, ২ চোখ বিশিষ্ট

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : পলি-দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

নভেম্বর

ফসল তোলার সময় :

অক্টোবর-নভেম্বর

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই), ২৩/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ঈশ্বরদী ৩৩

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৩২০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চিনির পরিমাণঃ ১৪.৫৫%, মুড়ি আখের জন্য ভাল।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

চোখ ছোট, গোলাকার, কান্ড শক্ত, ভিতরে সরু পাইপ দেখা যায়, বৃহত্তর রাজশাহী, কুষ্টিয়া, রংপুর, পাবনা, গাজীপুর, ঠাকুরগাঁও, জয়পুরহাটের জন্য উপযোগী। বন্যা ও খরা সহনশীল।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩৯২ - ৪৩৭

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৯৭-১০৮ আখ/ গুড় ৪.০০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমাণ : ০ - ২ কেজি, ২ চোখ বিশিষ্ট

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : পলি-দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

নভেম্বর

ফসল তোলার সময় :

অক্টোবর-নভেম্বর

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই), ২৩/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ঈশ্বরদী ৩৪

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৩২০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চিনির পরিমাণঃ ১২.৮৩%, মুড়ি আখের জন্য ভাল।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

আখের চোখ মাঝারি ত্রিকোণাকৃতি, কদাচিৎ ফুল হয়। কান্ড শক্ত, ভিতরে সরু পাইপ দেখা যায়। বন্যা ও খরা সহনশীল। বৃহত্তর রাজশাহী, কুষ্টিয়া, রংপুর, পাবনা, গাজীপুর, ঠাকুরগাঁও, জয়পুরহাটের জন্য উপযোগী।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩৯২ - ৪৩৭

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৯৭-১০৮ আখ/ গুড় ৪.০০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমাণ : ০ - ২ কেজি, ২ চোখ বিশিষ্ট

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : পলি-দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

নভেম্বর

ফসল তোলার সময় :

অক্টোবর-নভেম্বর

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই), ২৩/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ঈশ্বরদী ৩৫

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৩২০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চিনির পরিমাণঃ ১৪.৬০%, গুড় ভাল হয়।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

আখের চোখ মাঝারি ও গোলাকার। কান্ড মাঝারি শক্ত, ফাঁপা নেই, পুষ্পক, আগাম, চিনির পরিমাণঃ ১৪.৬০%, বন্যা ও খরা সহনশীল, গুড় ও চর এলাকার উপযোগী। বৃহত্তর রাজশাহী, কুষ্টিয়া, রংপুর, পাবনা, গাজীপুর, ঠাকুরগাঁওয়ের জন্য উপযোগী। বন্যা ও খরা সহনশীল।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩৯২ - ৪৩৭

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৯৭-১০৮ আখ/ গুড় ৪.০০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমাণ : ০ - ২ কেজি, ২ চোখ বিশিষ্ট

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : পলি-দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

নভেম্বর

ফসল তোলার সময় :

অক্টোবর-নভেম্বর

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই), ২৩/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ঈশ্বরদী ৩৬

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চিনির ধারণক্ষমতা ১৪.৬০%, উন্নতমানের গুড় হয়।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

আখের চোখ মাঝারি ও গোলাকার। উচ্চ ফলনশীল ও বন্যা-খরা সহনশীল। অপুষ্পক, আগাম, লালপচা রোগ মধ্যম প্রতিরোধী। চরাঞ্চলের জন্য উপযুক্ত। বন্যা-খরা সহনশীল।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩৯২ - ৪৩৭

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৯৭-১০৮ আখ/ গুড় ৪.০০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমাণ : ০ - ২ কেজি, ২ চোখ বিশিষ্ট

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : পলি-দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

নভেম্বর

ফসল তোলার সময় :

অক্টোবর-নভেম্বর

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই), ২৩/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ঈশ্বরদী ৩৭

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৩২০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চিনির ধারণক্ষমতা ১৪.৪২%, উন্নতমানের গুড় হয়।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

আখের চোখ ছোট। কান্ড শক্ত, ভেতরে ফাঁপা, অপুষ্পক, কদাচিৎ ফুল হয়, আগাম। বন্যা, খরা, জলাবদ্ধতা সহনশীল। বৃহত্তর রাজশাহী, কুষ্টিয়া, রংপুর, পাবনা, গাজীপুর, ঠাকুরগাঁও ও দিনাজপুরের জন্য উপযোগী। চরাঞ্চলের জন্য ভাল।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩৯২ - ৪৩৭

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৯৭-১০৮ আখ/ গুড় ৪.০০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমাণ : ০ - ২ কেজি, ২ চোখ বিশিষ্ট

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : পলি-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

নভেম্বর

ফসল তোলার সময় :

অক্টোবর-নভেম্বর

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই), ২৩/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ঈশ্বরদী ৩৮

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৩২০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চিনির ধারণক্ষমতা ১৪.৪৮%, উন্নতমানের গুড় হয়।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

আখের চোখ ছোট, অভেট। আগাম জাত, উন্নতমানের গুড় হয়। কান্ড শক্ত, ভেতরে ফাঁপা, অপুষ্পক, আগাম। বন্যা, খরা, জলাবদ্ধতা সহনশীল মাঝারি। বৃহত্তর রাজশাহী, কুষ্টিয়া, রংপুর, পাবনা, গাজীপুর, ঠাকুরগাঁও ও দিনাজপুরের জন্য উপযোগী।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩৯২ - ৪৩৭

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৯৭-১০৮ আখ/ গুড় ৪.০০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমাণ : ০ - ২ কেজি, ২ চোখ বিশিষ্ট

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : পলি-দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

নভেম্বর

ফসল তোলার সময় :

অক্টোবর-নভেম্বর

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই), ২৩/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ঈশ্বরদী ৩৯

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৩২০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চিনির পরিমাণঃ ১৪.২৩%, উন্নতমানের গুড় হয়।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

আখের চোখ মধ্যম ডিম্বাকৃতির। কান্ড শক্ত, ভেতরে ফাঁপা নেই, পুষ্পক, আগাম জাত। বন্যা, খরা, জলাবদ্ধতা সহনশীল। চরাঞ্চলের জন্য ভাল। বৃহত্তর রাজশাহী, কুষ্টিয়া, রংপুর, পাবনা, গাজীপুর, ঠাকুরগাঁও ও দিনাজপুরের জন্য উপযোগী।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩৯২ - ৪৩৭

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৯৭-১০৮ আখ/ গুড় ৪.০০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমাণ : ০ - ২ কেজি, ২ চোখ বিশিষ্ট

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : পলি-দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

নভেম্বর

ফসল তোলার সময় :

অক্টোবর-নভেম্বর

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই), ২৩/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ঈশ্বরদী ৪০

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৩২০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চিনির পরিমাণঃ ১৪.৮৬%, উন্নতমানের গুড় হয়।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

আখের চোখ মাধ্যম ডিম্বাকৃ। মাঝারি, মাঝে মাঝে ফুল আসে, লালপচা মধ্যম প্রকৃতির। বন্যা, খরা, জলাবদ্ধতা সহনশীল। চরাঞ্চলের জন্য ভাল। বৃহত্তর রাজশাহী, কুষ্টিয়া, রংপুর, পাবনা, গাজীপুর, ঠাকুরগাঁও ও দিনাজপুরের জন্য উপযোগী।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩৯২ - ৪৩৭

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৯৭-১০৮ আখ / গুড় ৪.০০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমাণ : ০ - ২ কেজি, ২ চোখ বিশিষ্ট

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : পলি-দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

নভেম্বর

ফসল তোলার সময় :

অক্টোবর-নভেম্বর

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই), ২৩/০২/২০১৮।

জাতের নাম : বিএসআরআই আখ ৪১

জনপ্রিয় নাম : অমৃত

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৩২০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চিবিয়ে খাওয়া, রস পান ও উন্নতমানের গুড় উৎপাদন উপযোগী।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

মাঝারী পরপিক, চিনির পরিমাণ ১২.১২%, খরা সহিষ্ণু। বৃহত্তর পাবনা, গাজীপুর ও জামালপুরের জন্য উপযোগী।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩৯২ - ৪৩৭

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১৩৮-১৪০ আখ /গুড় ৪.০০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমাণ : ০ - ২ কেজি/ ২ চোখ বিশিষ্ট

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি নিচু জমি , অতি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

নভেম্বর-ডিসেম্বর

ফসল তোলার সময় :

অক্টোবর- নভেম্বর

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই), ২৩/০২/২০১৮।

জাতের নাম : বিএসআরআই আখ ৪২

জনপ্রিয় নাম : রংবিলাস

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৩২০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চিনির পরিমাণ ১১.১১%, চিবিয়ে খাওয়া ও রস পান উপযোগী।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

উচ্চ ফলনশীল, আগাম পরপিক, উন্নতমানের গুড় উৎপাদন উপযোগী, খরা সহিষ্ণু।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩৯২ - ৪৩৭

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১৬৮-১৭০ আখ/গুড় ৪.০০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমাণ : ০ - ২ কেজি/ ২ চোখ বিশিষ্ট

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি নিচু জমি , অতি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : বেলে-দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

নভেম্বর

ফসল তোলার সময় :

অক্টোবর-নভেম্বর

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই), ২৩/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ঈশ্বরদী ৪৩

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চিনির পরিমাণ ১৩.৭২%, মুড়ি আখের জন্য ভাল, ও গুড় উৎপাদন

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

আগাম পরপিক, উন্নতমানের গুড় উৎপাদন উপযোগী, বন্যা, খরা ও জলাবদ্ধতা সহনশীল।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩৯২ - ৪৩৭

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১১৬-১২০ আখ/গুড় ৪.০০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমাণ : ০ - ২ কেজি/ ২ চোখ বিশিষ্ট

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি নিচু জমি , অতি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

নভেম্বর

ফসল তোলার সময় :

অক্টোবর- নভেম্বর

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই), ২৩/০২/২০১৮।

জাতের নাম : বিএসআরআই আখ ৪৪

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৩২০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চিনির পরিমাণ ১৩.৩৫%, উন্নতমানের গুড় উৎপাদন।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

কম আঁশসম্পন্ন জাত। উচ্চ ফলনশীল, আগাম পরপিক্ব, উর্বন্যা, খরা ও জলাবদ্ধতা। বৃহত্তর রাজশাহী, কুষ্টিয়া, রংপুর, পাবনা, ঠাকুরগাঁও ও দিনাজপুরের জন্য উপযোগী।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩৯২ - ৪৩৭

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১০২-১০৪ আখ/গুড় ৪.০০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমাণ : ০ - ২ কেজি/ ২ চোখ বিশিষ্ট

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : পলি-দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

নভেম্বর

ফসল তোলার সময় :

অক্টোবর- নভেম্বর

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই), ২৩/০২/২০১৮।

জাতের নাম : বিএসআরআই আখ ৪৫

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৩২০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চিনির পরিমাণ ১৩.৯৪%।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

লবণাক্ত, বন্যা, খরা, জলাবদ্ধতা সহনশীল।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩৯২ - ৪৩৭

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১০৫-১০৭/গুড় ৪.০০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমাণ : ০ - ২ কেজি/ ২ চোখ বিশিষ্ট

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি নিচু জমি , অতি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

নভেম্বর

ফসল তোলার সময় :

অক্টোবর- নভেম্বর

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই), ২৩/০২/২০১৮।

জাতের নাম : বিএসআরআই আখ ৪৬

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৩২০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চিনির পরিমাণ ১৩.০৩%, উন্নতমানের গুড় উৎপাদন

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

খরা, বন্যা ও জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩৯২ - ৪৩৭

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১০২-১০৪ আখ /গুড় ৪.০০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমাণ : ০ - ২ কেজি/ ২ চোখ বিশিষ্ট

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি নিচু জমি , অতি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

নভেম্বর

ফসল তোলার সময় :

অক্টোবর-নভেম্বর

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই), ২৩/০২/২০১৮।

ফসলের পুষ্টি মান

পুষ্টিমান :

শরীরে প্রোটিনের মাত্রা বাড়ায় ফলে কিডনির স্বাস্থ্য ভাল রাখে। আখের রসে পটাশিয়াম আছে যা হজমে সাহায্য করে। তাছাড়া অন্যান্য পুষ্টিগুণ যেমন , খনিজ পদার্থ, আঁশ, খাদ্যশক্তি, আমিষ, ক্যালসিয়াম, লৌহ, ক্যারোটিন, ভিটামিন বি-২ ও শর্করা ইত্যাদি রয়েছে।

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই), ২৩/০২/২০১৮।

বীজ ও বীজতলা

বর্ণনা : উঁচু ও মাঝারী উঁচু জমি, পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থায়ুক্ত দো-আঁশ বা কাদা দো-আঁশ মাটি ও সমতল ভূমি নির্বাচন করতে হবে। যেখানে এক মাসের বেশি বৃষ্টির পানি বা বন্যার পানি জমে থাকে এমন নিচু জমি, বালি মাটি বা জলাবদ্ধ মাটি নির্বাচন করা যাবে না।

বীজ ও বীজতলার প্রকারভেদ :

আখ দুই ভাবে চাষ করা যায়। প্রচলিত পদ্ধতিতে এবং রোপা পদ্ধতিতে। প্রচলিত পদ্ধতিতে সরাসরি বীজখণ্ড মাঠে বপন করে আখ উৎপাদন করার পদ্ধতিই প্রচলিত পদ্ধতি।

ভাল বীজ নির্বাচন :

বীজ আখ মূল জমিতে রোপণের আগে ৪৭ ইঞ্চি, ৩-১০মিটার লম্বা ও ৪-৫ ইঞ্চি উঁচু বীজ তলা তৈরি করুন। প্রয়োজনে ১টন জৈব সার দিন। বীজতলায় খন্ডগুলি পাশাপাশি এবং চোখগুলো উপরের দিকে রাখুন এবং ১ ইঞ্চি মাটি দিয়ে ঢেকে দিন।

বীজতলা প্রস্তুতকরণ : সাধারণত তিন চোখবিশিষ্ট ইক্ষুবীজ ব্যবহারের মাধ্যমে এ পদ্ধতিতে ইক্ষু চাষ করা হয়। এ পদ্ধতিতে প্রায় ৩০-৪০% অংকুরোদগম হয়। রোপা পদ্ধতি (STP) (Spaced Transplanting) পদ্ধতিতে আখ চাষ প্রচলিত পদ্ধতি থেকে মৌলিকভাবে ভিন্ন। এ পদ্ধতিতে রোপা ধানের মত বিভিন্ন পদ্ধতিতে চারা উৎপাদন করে সেই চারা মূল জমিতে নির্দিষ্ট দূরত্বে রোপণ করা হয়।

বীজতলা পরিচর্যা : ইক্ষু চাষের জন্য ৮ ইঞ্চি গভীর করে জমি চাষ দিতে হবে। বেশি ভেজা বা বেশি শুকনো কোন জমিই জমি তৈরির জন্য উপযুক্ত নয়।

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই), ২৩/০২/২০১৮।

বপন/রোপণ পদ্ধতি

বর্ণনা : জমি চাষঃ উঁচু ও মাঝারী উঁচু জমি, পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থায়ুক্ত দো-আঁশ বা কাদা দো-আঁশ মাটি ও সমতল ভূমি নির্বাচন করতে হবে। যেখানে এক মাসের বেশি বৃষ্টির পানি বা বন্যার পানি জমে থাকে এমন নিচু জমি, বালি মাটি বা জলাবদ্ধ মাটি নির্বাচন করা যাবে না। ইক্ষু চাষের জন্য ৮ ইঞ্চি গভীর করে জমি চাষ দিতে হবে। বেশি ভেজা বা বেশি শুকনো কোন জমিই জমি তৈরির জন্য উপযুক্ত নয়।

চাষপদ্ধতি :

বীজতলা প্রস্তুতকরণঃ

বীজ আখ মূল জমিতে রোপণের আগে ৪৭ ইঞ্চি , ৩-১০মিটার লম্বা ও ৪-৫ ইঞ্চি উঁচু বীজ তলা তৈরি করুন। প্রয়োজনে ১টন জৈব সার দিন। বীজতলায় খন্ডগুলি পাশাপাশি এবং চোখগুলু উপরের দিকে রাখুন এবং ১ ইঞ্চি মাটি দিয়ে ঢেকে দিন। আখ দুই ভাবে চাষ করা যায়। প্রচলিত পদ্ধতিতে এবং রোপা পদ্ধতিতে। প্রচলিত পদ্ধতিতে সরাসরি বীজখন্ড মাঠে বপন করে আখ উৎপাদন করার পদ্ধতিই প্রচলিত পদ্ধতি। সাধারণত দুই চোখবিশিষ্ট ইক্ষুবীজ ব্যবহারের মাধ্যমে এ পদ্ধতিতে ইক্ষু চাষ করা হয়। এ পদ্ধতিতে প্রায় ৩০-৪০% অংকুরোদগম হয়। রোপা পদ্ধতি (STP) (Spaced Transplanting) পদ্ধতিতে আখ চাষ প্রচলিত পদ্ধতি থেকে মৌলিকভাবে ভিন্ন। এ পদ্ধতিতে রোপা ধানের মত বিভিন্ন পদ্ধতিতে চারা উৎপাদন করে সেই চারা মূল জমিতে নির্দিষ্ট দূরত্বে রোপণ করা হয়।

জমি শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বীজ শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই), ২৩/০২/২০১৮।

মাটি ও সার ব্যবস্থাপনা

মৃত্তিকা :

উচু-মাঝারি নিচু পলি দোয়াঁশ-ঐটেল দোয়াঁশ মাটি ।

মৃত্তিকা পরীক্ষা গবেষণাগারের ঠিকানা :

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

সার পরিচিতি :

সার পরিচিতি বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ভেজাল সার চেনার উপায় :

ভেজাল সার শনাক্তকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ভেজাল সার চেনার উপায় ভিডিও

ফসলের সার সুপারিশ :

সারের নাম	হেক্টর প্রতি সার
ইউরিয়া	২৪০-৩২৫ কেজি
টিএসপি	১৫০-২৫০ কেজি
এমওপি	২৩০-২৬০ কেজি
জিপসাম	১৪০-১৯৫ কেজি
জিঙ্ক সালফেট	৭-১০ কেজি।

কৃষি পরিবেশ অঞ্চল অনুযায়ী মাটির উর্বরতা শক্তি ও উৎপাদনশীলতা বিভিন্ন রকম হওয়ায় সারের মাত্রায় কিছুটা তারতম্য হতে পারে। বেলে ধরনের মাটিতে রোপার আগে রোপণ নালায় পুরা ডিএপি/ টিএসপি, জিপসাম ও জিঙ্ক সালফেট এবং তিন ভাগের এক ভাগ ইউরিয়া ও অর্ধেক পরিমাণ এমওপি প্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিন। বাকি ইউরিয়া ও এমওপি সমান দুই ভাগে রোপণের ১২০-১৫০ দিনে এবং এর ১ মাস পর সারির ২ পাশে প্রয়োগ করে ফসলের গোড়ায় মাটি তুলে দিন।

ঐটেল ধরনের মাটিতে রোপার আগে রোপণ নালায় পুরা ডিএপি/ টিএসপি, জিপসাম ও জিঙ্ক সালফেট প্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিন। অর্ধেক পরিমাণ ইউরিয়া ও অর্ধেক পরিমাণ এমওপি রোপণের ২০-৩০ দিন পর চারার গোড়ার চার পাশে এবং ১২০-১৫০ দিন পর সারির ২ পাশে প্রয়োগ করে ফসলের গোড়ায় মাটি তুলে দিন। ডিএপি সার ব্যবহার করলে প্রতি ১০ কেজি ডিএপির জন্য ৪ কেজি ইউরিয়া দিন।

অনলাইন সারসুপারিশ বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই), ২৩/০২/২০১৮।

সেচ ব্যবস্থাপনা

সেচ ব্যবস্থাপনা :

আখের স্বাভাবিক বৃদ্ধি বজায় রাখার জন্য মাটিতে প্রয়োজনীয় রস না থাকলে তা আখের ফলনের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। সে জন্য প্রয়োজনমতো সেচ প্রয়োগ করা যেতে পারে। আগাম আখ চাষের জন্য ৫ টি সেচ প্রয়োগ করে আখের ফলন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করা যায়। এক্ষেত্রে আখ রোপণের ১-৭, ৩০-৩৫, ৬০-৬৫, ১২০-১২৫ এবং ১৫০-১৫৫ দিন পর যথাক্রমে ২.০০, ৩.৫০, ৪.৩ এবং ৫.৫০ ইঞ্চি গভীরতায় সেচ প্রয়োগ করতে হবে। তবে যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হলে ঐ সময় সেচ না দিলেও চলবে।

সেচ ও নিকাশ পদ্ধতি :

1 : বৃষ্টি বা অতিরিক্ত সেচের পানি জমিতে জমতে দিবেন না। এর পর জো এলে কোদাল/নিড়ানি দিয়ে মাটির ওপরের চটা ভেঙে দিন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

আগাছা ব্যবস্থাপনা

আগাছার নাম : দুর্বা

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে। খরা সহ্যেতে পারে। এপ্রিল থেকে জুলাইয়ের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ বাস্তি হয়। মাঝারি থেকে উঁচু জমিসহ প্রায় সবখানে আলো বা ছায়াতে এর বিচরণ।

আগাছার ধরন : বহুবর্ষজীবী ঘাসজাতীয় বীরুৎ আগাছা।

প্রতিকারের উপায় :

মাটির অগভীরে আগাছার শিকড় নিড়ানি, কোদাল, লাঙ্গল দিয়ে ও হাতড়ে তুলে শুকিয়ে মেরে ফেলুন।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছার নাম : মুখা/ভাদাইল

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে। জুন থেকে অক্টোবরের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ বাস্তি হয়।

আগাছার ধরন : বহুবর্ষজীবী সেজ/বীরুৎ জাতীয় আগাছা।

প্রতিকারের উপায় :

নিয়মিত জমি পর্যবেক্ষণ করুন। সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র নিড়িয়ে আগাছা বাছাই।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আবহাওয়া ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

বাংলা মাসের নাম : আষাঢ়

ইংরেজি মাসের নাম : জুলাই

ফসল ফলনের সময়কাল : রবি

দুর্যোগের নাম : অতি বৃষ্টি

দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি :

পানি বের করার জন্য নালা প্রস্তুত রাখুন।

দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি :

তাড়াতাড়ি অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি বের করার ব্যবস্থা করুন।

প্রস্তুতি : পানি বের করার জন্য নালা প্রস্তুত রাখুন।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

বাংলা মাসের নাম : ফাল্গুন

ইংরেজি মাসের নাম : ফেব্রুয়ারী

ফসল ফলনের সময়কাল : রবি

দুর্যোগের নাম : ঝড় / শিলাবৃষ্টি

দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি :

খুঁটি মেরামত করে মজবুত করে নিন। নিষ্কাশন নালা প্রস্তুত রাখুন।

দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি :

তাড়াতাড়ি অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি বের করার ব্যবস্থা করুন। ঘের বেড়া মেরামত করে করে নিন।

প্রস্তুতি : তাড়াতাড়ি অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি বের করার ব্যবস্থা করুন। ঘের বেড়া মেরামত করে করে নিন।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

গোকামাকড়

গোকার নাম : আখের গোড়ার মাজরা গোকা

গোকা চেনার উপায় : পূর্ণ বয়স্ক স্ত্রী গোকা এক ধরণের মথ। পূর্ণ বয়স্ক স্ত্রী গোকার পাখার উপরে দুটো কালো ফুটা আছে। পুরুষ মথের মাঝখানে ফোটা স্পষ্ট নয়।

ক্ষতির ধরণ : প্রাথমিকভাবে গাছের ৩য়-৪র্থ পাতা উপর দিক থেকে শুকাতে থাকে। মাইজ পাতা মরে যায়। মরা মাইজ টানলে সহজে উঠে আসে না। পরবর্তীকালে আক্রান্ত গাছের সব পাতাগুলো ক্রমশঃ হলুদ হয়ে শুকিয়ে যায়।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

গোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

থাইমিথোক্সাম(২০%)+ ক্লোরানিলিপ্রোল (২০%) জাতীয় কীটনাশক (যেমনঃ ভিরতাকো ১.৫ গ্রাম) অথবা কারটাপ জাতীয় কীটনাশক (যেমনঃ কারটাপ বা সানটাপ ২৪ গ্রাম) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করুন। গুঁষ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

গভীরভাবে জমি চাষ করুন। ফসল চক্র অনুসরণ করা বা একই জমিতে পরপর আখ চাষ না করুন। অধিক আক্রান্ত এলাকায় মুড়ি আখ চাষ স্থগিত রাখুন।

তথ্যের উৎস :

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই), ২৩/০২/২০১৮।

পোকাকার নাম : আখের ডগার মাজরা

পোকা চেনার উপায় : পূর্ণ বয়স্ক স্ত্রী পোকা এক ধরণের মথ। পূর্ণ বয়স্ক স্ত্রী পোকাকার পাখার উপরে দুটো কালো ফুটা আছে।

ক্ষতির ধরণ : আখের মাইজ মরে যায়। মরা মাইজ টানলেই সহজে উঠে আসে এবং দুর্গন্ধ ছড়ায়। গাছের গোড়ায় কীড়া ঢোকাকার ছিদ্র চিহ্ন এবং বিষ্ঠা প্রভৃতি দেখা যায়।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ডের গৌড়ায়

পোকাকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

থায়োমিথোক্সাম(২০%)+ ক্লোরানিলিপ্রোল (২০%) জাতীয় কীটনাশক (যেমনঃ ভিরতাকো ১.৫ গ্রাম) অথবা কারটাপ জাতীয় কীটনাশক (যেমনঃ কারটাপ বা সানটাপ ২৪ গ্রাম) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করুন। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

আখের মাইজ মরে যায়। মরা মাইজ টানলেই সহজে উঠে আসে এবং দুর্গন্ধ ছড়ায়। গাছের গোড়ায় কীড়া ঢোকাকার ছিদ্র চিহ্ন এবং বিষ্ঠা প্রভৃতি দেখা যায়।

তথ্যের উৎস :

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই), ২৩/০২/২০১৮।

পোকাকার নাম : আখের কান্ডের মাজরা পোকা

পোকা চেনার উপায় : পূর্ণ বয়স্ক স্ত্রী পোকা এক ধরণের মথ। পূর্ণ বয়স্ক স্ত্রী পোকাকার পাখার উপরে দুটো কালো ফুটা আছে। পুরুষ মথের মাঝখানে ফোটা স্পষ্ট নয়।

ক্ষতির ধরণ : আখের মাইজ মরে যায়। মরা মাইজ টানলেই সহজে উঠে আসে এবং দুর্গন্ধ ছড়ায়। গাছের গোড়ায় কীড়া ঢোকাকার ছিদ্র চিহ্ন এবং বিষ্ঠা প্রভৃতি দেখা যায়।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড , পাতা

পোকাকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

থায়োমিথোক্সাম(২০%)+ ক্লোরানিলিপ্রোল (২০%) জাতীয় কীটনাশক (যেমনঃ ভিরতাকো ১.৫ গ্রাম) অথবা কারটাপ জাতীয় কীটনাশক (যেমনঃ কারটাপ বা সানটাপ ২৪ গ্রাম) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করুন। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

গভীরভাবে জমি চাষ করুন। একই জমিতে পরপর আখ চাষ করবন না। আগাম চাষ অনুসরণ করুন। গমের জমির পাশে বা গমের সঙ্গে চাষ পরিহার করুন।

তথ্যের উৎস :

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই), ২৩/০২/২০১৮।

পোকাকার নাম : আখের জাবপোকা বা এফিড

পোকা চেনার উপায় : এরা হালকা থেকে গাঢ় সবুজ, নীলচে, বেগুনি, কালো রঞ্জের হয়ে থাকে। পেছনের দিকে পেটের ২ পাশে ২টি চিকণ নালিকা থাকে। কারো কারো পাখা থাকে। এরা ডিম বা বাচ্চা দেয়। গাছের নরম ও কচি অংশে দলবেধে থেকে রস চুষে খায়।

ক্ষতির ধরণ : এরা পাতা ও কান্ডের রস চুষে খায়। এর আক্রমণ বেশি হলে শূটি মোল্ড ছত্রাকের আক্রমণ ঘটে এবং গাছ মরে যায়। গাছে পিপড়ার উপস্থিতি দেখা যায়।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , কচি পাতা

পোকাকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার / ২মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

আগাম আখ চাষ করুন। উন্নত জাতের আখ বপন করুন। জমি নিয়মিত পরিদর্শন করুন।

অন্যান্য :

সাবানযুক্ত পানি স্প্রে করা যায় অথবা আধাভাজা নিমবীজের পানি (১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম নিমবীজ ভেঙ্গে ১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে হেঁকে নিতে হবে) আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে পোকা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এছাড়াও তামাকের গুড়া (১০গ্রাম), সাবানের গুড়া (৫গ্রাম) ও নিমের পাতার রস প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়।

তথ্যের উৎস :

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই), ২৩/০২/২০১৮।

পোকাকার নাম : আখের ছাতরা পোকা

পোকা চেনার উপায় : সাদা বর্ণের এবং মোম জাতীয় পাউডার দ্বারা আবৃত থাকে।

ক্ষতির ধরণ : এরা ডিগ পাতার ভেতরে ও বাইরে রস চুষে খায়। এর আক্রমণ বেশি হলে পাতা হলদে হয়ে যায় এবং পরে মরে যায়। গাছে সাদা পাউডারি আস্তরণ পড়ে।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , কচি পাতা

পোকাকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , নিম্ফ

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার /২মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

পোকা মুক্ত বীজ দিয়ে আখ চাষ করুন। মুড়ি আখ চাষ করবেন না। গমের জমির পাশে বা গমের সঙ্গে চাষ পরিহার করুন। জমি নিয়মিত পরিদর্শন করুন।

অন্যান্য :

সাবানযুক্ত পানি স্প্রে করা যায় অথবা আধাভাঙ্গা নিমবীজের পানি (১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম নিমবীজ ভেঙ্গে ১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে নিতে হবে) আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে পোকা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এছাড়াও তামাকের গুড়া (১০গ্রাম), সাবানের গুড়া (৫গ্রাম) ও নিমের পাতার রস প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়।

তথ্যের উৎস :

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই), ২৩/০২/২০১৮।

পোকাকার নাম : আখের ত্রিপস পোকা

পোকা চেনার উপায় : নরম, কালো পোকা। মাথার উকুনের মত। বাচ্চা অনুরূপ, সাদাটে।

ক্ষতির ধরণ : আক্রান্ত গাছের পাতাগুলোতে মুড়িয়ে যেতে দেখা যায়। মোড়ানো পাতার ভেতরে থেকে ত্রিপস পাতার রস চুষে খায়। ফলে পাতা শুকিয়ে যায়।

আক্রমণের পর্যায় : পূর্ণ বয়স্ক

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : ডগা , কচি পাতা

পোকাকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , নিম্ফ

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক(যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার /২মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

জমি নিয়মিত পরিদর্শন করুন।

অন্যান্য :

সাবানযুক্ত পানি স্প্রে করা যায় অথবা আধাভাঙ্গা নিমবীজের পানি (১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম নিমবীজ ভেঙ্গে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে নিতে হবে) আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে পোকা নিয়ন্ত্রন করা যায়। এছাড়াও তামাকের গুড়া (১০গ্রাম), সাবানের গুড়া (৫গ্রাম) ও নিমের পাতার রস প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়।

তথ্যের উৎস :

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই), ২৩/০২/২০১৮।

পোকাকার নাম : আখের উঁইপোকা

পোকা চেনার উপায় : পোকা সাদা, শরীর নরম, মাথা লাল এবং কাঁচির মত দুটি দাঁত আছে।

ক্ষতির ধরণ : রোপনকৃত বীজ খন্ড খেয়ে ফেলায় গাছ গজাতে পাড়ে না। আখ দাঁড়ানো অবস্থায়ও এরা আখের মূল শিকড় ও কান্ড খেয়ে ক্ষতি করে এবং গাছ মরে যায়।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, সব

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড , শিকড় , কান্ডের গৌড়ায় , বীজ

পোকাকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক

ব্যবস্থাপনা :

ফিপ্রোনিল জাতীয় কীটনাশক (রিজেন্ট ৩ জি.আর @ ১.৩৩ কেজি/বিঘা) প্রয়োগ করতে হবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

আগাম আখ চাষ করুন। উন্নত জাতের আখ বপন করুন। জমি নিয়মিত পরিদর্শন করুন।

অন্যান্য :

রাণীসহ উঁইপোকাকার দল ধ্বংস করুন। আঁকাবঁকা পদ্ধতিতে সেট রোপন করুন। মাটির হাড়িতে পাট কাঠি, ধৈক্ষা খাদ্য ফাঁদ রেখে জমিতে পুঁতে রেখে পরে তুলে উঁইপোকাগুলো মেরে ফেলুন। সেচ দিয়ে কয়েকদিন পানি ধরে রাখুন।

তথ্যের উৎস :

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই), ২৩/০২/২০১৮।

পোকাকার নাম : আখের পাতা খেকো উঁইভিল পোকা

পোকা চেনার উপায় : লম্বা, খুসর বাদামি রঙ, মুখের সামনে লম্বা শুড় দেখে চেনা যায়। বাচ্চার রঙ ময়লা সবুজ।

ক্ষতির ধরণ : এরা ডিগ পাতার মোড়ানে অংশে খেকে কচি পাতা খায়। এর আক্রমণ বেশি হলে পাতায় ছোট ছোট এবরো খেবরো গোল গোল দাগ দেখা যায়।

আক্রমণের পর্যায় : ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , কচি পাতা

পোকাকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

জমি থেকে আগাছা ও ঝোপঝাড় অপসারণ করুন। আখ কাটার পর অবশিষ্টাংশ পুড়িয়ে ফেলুন।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

আধুনিক ও বালাই সহনশীল জাত চাষ করুন। ফসল চক্র অনুসরণ করা বা একই জমিতে পরপর আখ চাষ করবেন না। জমি নিয়মিত পরিদর্শন করুন।

তথ্যের উৎস :

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই), ২৩/০২/২০১৮।

পোকাকার নাম : আখের কালো পাতা ফড়িং

পোকা চেনার উপায় : পূর্ণ বয়স্ক পোকা ৩-৫ মিলি লম্বা হয়, উজ্জ্বল কালো রঙের পোকা।

ক্ষতির ধরণ : এরা ডিগ পাতার মোড়কের ভেতরে ও বাইরে রস চুসে খায়। এর আক্রমণ বেশি হলে পাতায় কালচে বাদামী দাগ দেখা যায়। গাছে পিপড়ার উপস্থিতি দেখা যায়।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , কচি পাতা

পোকাকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , নিম্ফ

ব্যবস্থাপনা :

আইসোপ্রোক্যার্ব জাতীয় কীটনাশক (যেমনঃ মিপসিন বা সপসিন ৩০ গ্রাম) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন পর পর ২-৩ বার বিকালে স্প্রে করুন।। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

আধুনিক জাতের আখ চাষ করুন। মুড়ি আখ চাষ করবেন না। জমি নিয়মিত পরিদর্শন করুন।

অন্যান্য :

আক্রান্ত গাছের উপরিভাগ পোকাসেহ কেটে অপসারণ করুন। আক্রান্ত গাছের পাতার গোড়ায় লুকিয়ে থাকা নিম্ফ ও পূর্ণবয়স্ক পোকা সেখানে হাত দিয়ে চেপে ধরে পোকা মারুন

তথ্যের উৎস :

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই), ২৩/০২/২০১৮।

পোকাকার নাম : আখের স্কেল (ঔঁশ) পোকা

পোকা চেনার উপায় : ২-৩ মি.মি. ডিম্বাকৃতির বাদামি থেকে ধূসর রঙের পোকা বাচ্চাসহ দলবেধে গাছের ডালে শক্ত করে লেগে থাকে। খোলস ঔঁশের মতো।

ক্ষতির ধরণ : এর আক্রমণ বেশি হলে গাছ মরে যায়। পুরো গাছে কালো আন্টারণ পড়ে।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কাণ্ড , পাতা

পোকাকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , নিম্ফ

ব্যবস্থাপনা :

আক্রান্ত গাছের বয়স্ক পাতা অপসারণ করুন। আখ কাটার পর অবশিষ্টাংশ পুড়িয়ে ফেলুন।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

আঁশ পোকামুক্ত বীজ দিয়ে আখ চাষ করুন। মুড়ি আখ চাষ করবেন না। আধুনিক জাতের আখ চাষ করুন। জমি নিয়মিত পরিদর্শন করুন।

তথ্যের উৎস :

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই), ২৩/০২/২০১৮।

পোকাকার নাম : আখের পাতা খেকো লেদা পোকা

পোকা চেনার উপায় : পূর্ণ বয়স্ক মথের পাখার বিস্তৃত ১ ইঞ্চি। পূর্ণ বয়স্ক মথ গাছের নিচে গুচ্ছাকারে ডিম পারে। ডিম গুলি রেশমি লোম দ্বারা আবৃত।

ক্ষতির ধরণ : কীড়া ও পূর্ণবয়স্ক উভয়ই আখেরপাতায় পাশ থেকে খেতে থাকে।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , কচি পাতা

পোকাকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

কার্বারিল জাতীয় কীটনাশক (যেমন ভিটার্লি ২৭ গ্রাম) অথবা সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন-রিপকর্ড ১০ তরল অথবা সিমবুশ ১০ তরল ২০ মিলিলিটার / ৪ মুখ) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১০ দিন পরপর ২ বার স্প্রে করতে হবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

আধুনিক জাতের আখ চাষ করুন। মুড়ি আখ চাষ করবেন না। আগাম আখ চাষ করুন। জমি নিয়মিত পরিদর্শন করুন।

অন্যান্য :

আলোর ফাঁদের সাহায্যে পূর্ণবয়স্ক মথ ধরে মেরে মেরে ফেলুন। আক্রান্ত জমি সেচ দিয়ে ডুবিয়ে দিন। পাখির খাওয়ার জন্য ডালপালা পুঁতে দিন।

তথ্যের উৎস :

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই), ২৩/০২/২০১৮।

পোকাকার নাম : আখের ঘাসফড়িং

পোকা চেনার উপায় : পূর্ণ বয়স্ক পোকা ১-২ ইঞ্চি লম্বা সবুজ হয়, পিছনের পা লম্বা বলে এরা লাফিয়ে চলে।

ক্ষতির ধরণ : নিম্ফ ও পূর্ণবয়স্ক উভয়ই আখের পাতা খেয়ে ক্ষতি সাধন করে।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

পোকাকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , নিম্ফ

ব্যবস্থাপনা :

শতকরা ২৫ ভাগ পাতার ক্ষতি হলে কার্বারিল জাতীয় কীটনাশক (যেমন ভিটারিল ২৭ গ্রাম) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৫ শতক জমি হারে প্রয়োগ করুন। নাইট্রো ৫০৫ ইসি ৩ লি/ হেক্টর।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

জমি নিয়মিত পরিদর্শন করুন। পরিদর্শন করুন। আগাম আখ চাষ করুন। উন্নত জাতের আখ বপন করুন।

অন্যান্য :

আলোর ফাঁদের সাহায্যে পূর্ণবয়স্ক পোকা ধরে মেরে ফেলুন।

তথ্যের উৎস :

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই), ২৩/০২/২০১৮।

রোগ

রোগের নাম : আখের খোল পচা রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : আখের নিচের পাতায় কালচে লাল থেকে লাল রঞ্জের দাগ দেখা যায়। পরবর্তীতে পাতার নিচে পচন শুরু হয়, এবং টান দিলে উঠে আসে। খোলের নিচে ছত্রাকের কাল গুটি গুটি অংশ দেখতে পাওয়া যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

ব্যবস্থাপনা :

টেবুকোনাজল+ট্রাইক্লোপ্রেস্ট্রিন জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন ৫ গ্রাম নাটিভো) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১০-১২ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

আনুমোদিত বীজ ব্যবহার করুন। আগাম চাষ অনুসরণ করুন। রোগাক্রান্ত জমিতে মুড়ি আখের চাষ বন্ধ করুন।

তথ্যের উৎস :

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

বাংলাদেশসুগারক্রপগবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই), ২৩/০২/২০১৮।

রোগের নাম : আখের রিং দাগ রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : এটি ছত্রাকজনিত রোগ। এ রোগ হলে আখের পাতায় অসংখ্য দাগ দেখা দেয়। দাগের মাঝখানটা খড়ের ন্যায় কিন্তু কিনারা বাদামি রংয়ের হয়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

ব্যবস্থাপনা :

কপার অক্সিক্লোরোইড জাতীয় ছত্রাকনাশক যেমন (ডিলাইট অথবা গোল্ডটন ২০ গ্রাম) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ভালভাবে স্প্রে করবেন। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

রোগমুক্ত আনুমোদিত বীজ ব্যবহার করুন। আনুমোদিত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন জাতের চাষ করুন।

তথ্যের উৎস :

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই), ২৩/০২/২০১৮।

রোগের নাম : আখের পাতার রেড স্পট

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : এটি ছত্রাকজনিত রোগ। এ রোগ হলে আখের পাতায় মাঝে মাঝে রক্তের ফোটার মত লাল দাগ দেখা দেয়। দাগের মাঝখানটা কালো হয়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

ব্যবস্থাপনা :

কপার অক্সিক্লোরোইড জাতীয় ছত্রাকনাশক যেমন (ডিলাইট অথবা গোল্ডটন ২০ গ্রাম) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ভালভাবে স্প্রে করবেন। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

রোগমুক্ত আনুমোদিত বীজ ব্যবহার করুন। রোগাক্রান্ত জমিতে মুড়ি আখ চাষ বন্ধ করুন। আনুমোদিত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন জাতের চাষ করুন।

তথ্যের উৎস :

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই), ২৩/০২/২০১৮।

রোগের নাম : আখের চক্ষু দাগ রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : এটি ছত্রাকজনিত রোগ। এ রোগ হলে আখের পাতায় লম্বাটে লালচে বা বাদামী দাগ দেখা দেয়। দাগের মাঝখানটা লালচে বা বাদামী কিন্তু কিনারা খড়ের ন্যায় রঞ্জের হয়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : ফল

ব্যবস্থাপনা :

কপার অক্সিক্লোরোইড জাতীয় ছত্রাকনাশক যেমন (ডিলাইট অথবা গোল্ডটন ২০ গ্রাম) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ভালভাবে স্প্রে করবেন। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

রোগমুক্ত আনুমোদিত বীজ ব্যবহার করুন। রোগ প্রতিরোধ জাতের চাষ করুন।

তথ্যের উৎস :

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই), ২৩/০২/২০১৮।

রোগের নাম : আখের সাদা পাতা রোগ

রোগের কারণ : মাইকোপ্লাজমা

ক্ষতির ধরণ : আক্রান্ত গাছের পাতা সাদা হয়ে যায়। অনেক সময় অঙ্কুরোদগম এর পরেই কচি পাতা সাদা রং ধারণ করে। আক্রান্ত গাছের কুশি হয় বয়স্ক গাছের ডগার মধ্যস্থ পাতাও সাদা হয়। আক্রান্ত গাছের গড়ন ছোট হয়। ঝাড়-বৃদ্ধি খুব কম এবং অধিক কুশি হয়। বয়স্ক আখের চোখ গুলো ফুটে যায় এবং সম্পূর্ণ সাদা বা সবুজ সাদা মিশাল পার্শ্ব কুশি বের হয়। ফলন মারাত্মক ভাবে কমে যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

ব্যবস্থাপনা :

আক্রান্ত গাছ জমি থেকে শিকড় সহ তুলে ফেলুন।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

রোগমুক্ত আনুমোদিত বীজ ব্যবহার করতে হবে করুন। আগাম চাষ অনুসরণ করুন। ৫৪ সেঃ তাপমাত্রায় আর্দ্র গরম বাতাসে ৪ ঘন্টাকাল বীজ শোধন করুন। আখ কাটার পর পরিত্যক্ত অংশ ঐ জমিতেই পুড়িয়ে ফেলুন। রোগাক্রান্ত জমিতে মুড়ি ইক্ষুর চাষ বন্ধ করুন। প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম হারে ব্যাভিস্টিন বা নোইন নামক ছত্রাক নাশক মিশিয়ে রোগনের আগে ৩০ মিনিট ধরে বীজ শোধন করে নিন।

তথ্যের উৎস :

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই), ২৩/০২/২০১৮।

রোগের নাম : আখের কালো শীষ রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : আখের বয়স ৩/৪ মাস থেকেই এ রোগ দেখা দেয়। আক্রান্ত গাছের মাথা কাল চাবুকের মত চিকন লম্বা একটা শীষ বের হয়। আক্রান্ত গাছ সাধারণতঃ বাড়ে না। কান্ড পেলিলের মত চিকন ও শক্ত হয় এবং বাড়তে পারে না।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কাণ্ড

ব্যবস্থাপনা :

আক্রান্ত গাছ জমি থেকে শিকড় সহ তুলে ফেলুন। আখ কাটার পর মোথাসহ সমস্ত মরা মাতা পুড়িয়ে ফেলতে হবে ও প্রখর রোদ দ্বারা আক্রান্ত জমির মাটি শুকানোর ব্যবস্থা নিন।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

তথ্যের উৎস :

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই), ২৩/০২/২০১৮।

রোগের নাম : আখের সুটিমোল্ড রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : এ রোগের আক্রমণে পাতায় ও কাণ্ডে কাল ময়লা জমে। মিলিবাগ বা সাদা মাছির আক্রমণ এ রোগ ডেকে আনে।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কাণ্ড, পাতা

ব্যবস্থাপনা :

প্রোপিকোনাজল জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন টিল্ট ৫ মিলি/ ১ মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১০-১২ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

তথ্যের উৎস :

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই), ২৩/০২/২০১৮।

রোগের নাম : আখের পাইনআপেল রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : জমিতে আখ রোপনের পর তা গজায়না বরং পচে যায়। গজালেও তা টিকেনা চারা মরে যায়। রোপন করা আখ কাটলে আনারসের মত গন্ধ পাওয়া যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : শুরুর্তে

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : বীজ

ব্যবস্থাপনা :

আক্রান্ত গাছ জমি থেকে শিকড় সমেত তুলে ফেলুন। আখ কাটার পর মোথাসমেত সমস্ত মরা মাতা পুড়িয়ে ফেলতে হবে ও প্রখর রোগের তাপে আক্রান্ত জমির মাটি শুকানোর ব্যবস্থা নিন।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

রোগমুক্ত আনুমোদিত বীজ ব্যবহার ব্যবহার করুন। আগাম চাষ অনুসরণ করুন।*প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম হারে ব্যাভিস্টিন বা নোইন নামক ছত্রাক নাশক মিশিয়ে রোপনের আগে ৩০ মিনিট ধরে বীজ শোধন করে নিন। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন জাতের চাষ করুন। অতি ভেজা বা অতি শুকনা জমিতে ও ঠান্ডা আবহাওয়ায় আখ রোপন করবেন না।

তথ্যের উৎস :

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই), ২৩/০২/২০১৮।

রোগের নাম : আখের উইল্ট রোগ

রোগের কারণ : ব্যাক্টেরিয়া

ক্ষতির ধরণ : আখের বয়স যখন ৮-৯ মাস হলে এ রোগের আক্রমণ দেখা যায়। আক্রান্ত গাছের পাতা নেতিয়ে পড়ে এবং উপর থেকে শুকাতে থাকে। আক্রান্ত আখ লম্বালম্বিভাবে চিড়লে কান্ডের মধ্যভাগে গিরার নিকটে গাঢ় লাল রং দেখা যায়। লাল পচা রোগের মতই উইল্ট রোগে আক্রান্ত আখের গিটের অংশে ইটের ন্যায় লাল হয় কিন্তু ছোপ সাদা আড়াআড়ি দাগ দেখা যায় না।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : পূর্ণ বয়স্ক

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ডের গৌড়ায়

ব্যবস্থাপনা :

আক্রান্ত গাছ জমি থেকে শিকড়সহ তুলে ফেলুন। আখ কাটার পর মোথাসমেত সমস্ত মরা মাতা পুড়িয়ে ফেলতে হবে ও প্রখর রোদ্দ দ্বারা আক্রান্ত জমির মাটি শুকানোর ব্যবস্থা নিন।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

রোগমুক্ত আনুমোদিত বীজ ব্যবহার করুন। আগাম চাষ অনুসরণ করুন। ৫৪ সেঃ তাপমাত্রায় আর্দ্র গরম বাতাসে ৪ ঘন্টাকাল বীজ শোধন করে লাগান। আখ কাটার পর পরিত্যক্ত অংশ ঐ জমিতেই পুড়িয়ে ফেলুন। রোগাক্রান্ত জমিতে মুড়ি আখ চাষ বন্ধ রাখুন। প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম হারে ব্যাভিস্টিন বা নোইন নামক ছত্রাক নাশক মিশিয়ে রোপনের আগে ৩০ মিনিট ধরে বীজ শোধন করুন।

তথ্যের উৎস :

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই), ২৩/০২/২০১৮।

রোগের নাম : আখের লাল পচা রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : পাতার মধ্যশিরায় লাল দাগের সৃষ্টি হয় এ অবস্থায় একে মধ্যশিরার লাল পচা বা রেড রট বলে। পত্রফলকে ছোপ লাল দাগ দেখা যায় তখন রেড রট বলা হয়। আক্রান্ত ইক্ষু লম্বালম্বি চিড়লে কাণ্ডের অভ্যন্তরে লম্বালম্বি লাল দাগ দেখা যায় এবং দাগের মাঝে মাঝে আড়াআড়িভাবে সাদা দাগ দৃশ্যমান হয়। আক্রান্ত গাছ থেকে এক ধরনের মদের গন্ধ বের হয়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কাণ্ড , পাতা

ব্যবস্থাপনা :

রোগাক্রান্ত গাছ দেখা গেলে তুলে মাটিতে পুঁতে অথবা পুড়িয়ে ফেলুন। জমিতে পানি বের হওয়ার সু-ব্যবস্থা করুন।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

৫৪° সে. তাপমাত্রায় ৪ ঘণ্টা গরম বাতাসে শোধন করা। রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার করুন। আগাম চাষ অনুসরণ করুন। আখ কাটার পর পরিত্যক্ত অংশ ঐ জমিতেই পুড়িয়ে ফেলুন। রোগাক্রান্ত জমিতে মুড়ি আখ চাষ বন্ধ রাখুন। কার্বেনডাজিম গুপের ছত্রাকনাশক দিয়ে বীজ শোধন করা।

তথ্যের উৎস :

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই), ২৩/০২/২০১৮।

ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

ফসল তোলা : সাধারণত আখ রোপণের সময় উপর কর্তন নির্ভর। আশ্বিন-ফাল্গুন/ চৈত্র মাসের মাঝামাঝিতে আখ কাটুন। চিবিয়ে খাওয়া আখের ক্ষেত্রে নভেম্বর/ডিসেম্বর মাসে কর্তন করতে হয়।

ফসল সংরক্ষণের পূর্বে :

যত দূর সম্ভব মাটি বরাবর ধারালো হাসুয়া দিয়ে আখ কেটে শিকড়, চোখ পাতা কেটে আঁটি বাঁধুন।

প্রক্রিয়াজাতকরণ :

মিলে চিনি মাড়াই করে রস জ্বাল দিয়ে গুড় হিসাবে প্রক্রিয়াজাত ক্রুন। স্থানীয়ভাবে রস করে বা চিবিয়ে খাওয়া হয়।

সংরক্ষণ : আঁটি বেঁধে বা প্রক্রিয়াজাত করে সংরক্ষণ করুন।

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই), ২৩/০২/২০১৮।

বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ

বীজ উৎপাদন :

পলিব্যাগ পদ্ধতিঃ

৮-১০ মাস বয়সের রোগবালাইমুক্ত সংগ্রহের ৪-৫ সপ্তাহ আগে শতক ৪০০ গ্রাম ইউরিয়া গাছের গোড়ার চার পাশে মিশিয়ে দিন। গোড়া শিকড়যুক্ত তিন ভাগের একাংশ বাদ দিন। ধারালো হাসুয়া দিয়ে ২ বা ৩টি চোখের কন্ড করে কাতে বীজ খন্ড তৈরি করে নিন। পলি ব্যাগে চারা তৈরিতে এক চোখ দিয়ে বীজ খন্ড করে গিটে উপরের দিকে ১.৫ সেমি ও নিচের দিকে ৩.০০ সেমি রেখে বীজ খন্ড ধারালো অস্ত্র দিয়ে কাটুন। সময় ও ব্যবধান অনুসারে ১১৬.৭-৫৫.৫ হাজার খন্ড /১.২-২.১ টন পলি ব্যাগে উৎপাদিত চারা ৪০-৬০ দিনে ৪-৫ টি পাতা গজালে খন্ড রোপন করুন। রোপণে দেরি হলে নিচের পাতা কেটে দিন। প্রয়োজনে সেচ দিন।

বীজতলা পদ্ধতিঃ

বীজখন্ডগুলো বীজতলায় এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে চোখগুলো পাশাপাশি থাকে এবং বীজখন্ডের মাঝে ১ সেমি. (০.৪ ইঞ্চি) পরিমাণ ফাঁকা থাকে। বীজখন্ডগুলো মাটির সামান্য নিচে (১ সেমি) রেখে খড় দিয়ে হালকা ভাবে ঢেকে দিতে হবে। মাঝে মাঝে হালকা সেচ দিন। বীজতলায় ৪ হতে ৫ পাতা বিশিষ্ট হলে চারা জমিতে রোপণ করা যেতে পারে। মূলজমিতে ১৫২২ সেমি(৬-৯ ইঞ্চি) গভীর নালায় চারা লাগিয়ে তাতে ৩৪ সেমি পুরু করে (১.৫ ইঞ্চি) মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে দিন। চারা বেশি দিন বীজতলায় রাখতে হলে চারার পাতা ছেঁটে দিন।

সমপরিমাণ মাটি ও গোবর সার (৫×৪) ইঞ্চি মাপের পলিব্যাগের অর্ধেক ভরে বীজখন্ডটি এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যেন বীজখন্ডের মাথা পলিব্যাগের উপরিভাগ হতে অর্ধ ইঞ্চি নিচে থাকে। পলিব্যাগের চারা হয়ে গেলে রোদে রাখতে হবে। হেক্টর প্রতি ২৫,০০০ চারার প্রয়োজন হবে।

বীজ সংরক্ষণ:

সাময়িক ভাবে ছায়ায় বীজতলায় সারি করে বীজ রেখে খড়কুটা দিয়ে ঢেকে রাখুন।

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই), ২৩/০২/২০১৮

কৃষি উপকরণ

বীজপ্রাপ্তি স্থান :

প্রত্যায়িত বীজ প্লট হতে বীজ সংগ্রহ করতে হবে।

১। সরকারি অণুমোদিত সকল বীজ ডিলার ২। বিশ্বস্ত বীজ উৎপাদনকারী চাষী।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) বীজ বিক্রয়কেন্দ্রের তথ্য পেতে ক্লিক করুন

সার ও বালাইনাশক প্রাপ্তিস্থান :

বিএডিসি ও সরকার অনুমোদিত সার ও বালাইনাশক ডিলার।

সার ডিলার এর বিস্তারিত তথ্য পেতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই), ২৩/০২/২০১৮।

খামার যন্ত্রপাতি

যন্ত্রের নাম : পাওয়ার টিলার/হাই স্পিড রোটোরি টিলার

যন্ত্রের ধরন : অন্যান্য

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি :

ডিজেল চালিত।

যন্ত্রের ক্ষমতা : প্রচলিত পাওয়ার টিলার যেখানে ৫-৬টি চাষের প্রয়োজন হয়, হাই স্পিড রোটোরি টিলার দিয়ে সেখানে ১-২টি চাষ যথেষ্ট। এটি একটি উন্নত মানের শুকনা জমি চাষের যন্ত্র। ১২ অশ্ব শক্তি সম্পন্ন।

যন্ত্রের উপকারিতা :

প্রতি ঘন্টায় ০.১ হেক্টরে (২৪ শতাংশ) জমি চাষ করতে পার। প্রচলিত টিলারের তুলনায় ৫০% সময় ও অর্থ সাশ্রয় হয়।

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য :

যন্ত্রের রোটোরি ব্লড শ্যাফট উচ্চ গতিতে ঘুরে বিধায় জমির ঢেলা খুব ছোট হয় ও মাটি ভাল গুঁড়া বা মিহি হয়।

রক্ষণাবেক্ষণ : ব্যবহারের পর মাটি ও কাদাপানি পরিষ্কার করে রাখুন। প্রয়োজনে অভিজ্ঞ মেকানিক দিয়ে যন্ত্র পরবর্তী কাজের জন্য মেরামত করে নিন।

তথ্যের উৎস :

খামার যান্ত্রিকীকরণ এর মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প- ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডি এ ই), খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫। জানুয়ারি, ২০১৮।

যন্ত্রের নাম : লাঞ্জল

যন্ত্রের ধরন : অন্যান্য

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি :

কায়িক শ্রম ও পশু।

যন্ত্রের ক্ষমতা : হস্ত চালিত/ কায়িক শ্রম

যন্ত্রের উপকারিতা :

কম জমি জমভনযোগস সহজে বহনযোগ্য। সারি টানায় সুবিধা জনক।

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য :

সহজে বহন যোগ্য ও অর্থ সাশ্রয়ী।

রক্ষণাবেক্ষণ : ব্যবহারের পর মাটি ও কাদাপানি পরিষ্কার করে রাখুন।

তথ্যের উৎস :

খামার যান্ত্রিকীকরণ এর মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প- ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডি এ ই), খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫। জানুয়ারি, ২০১৮।

যন্ত্রের নাম : সেচ যন্ত্র/এলএল পি/এস টি ডবলিও/স্প্রিংকসেচযন্ত্রলার

যন্ত্রের ধরন : সেচ

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি :

ডিজেল চালিত

যন্ত্রের ক্ষমতা : অশ্ব শক্তি ১-২।

যন্ত্রের উপকারিতা :

শ্রম সাশ্রয়ী। কম জমির জন্য।

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য :

পরিচালনা সহজ।

রক্ষণাবেক্ষণ : ব্যবহারের পর পরিষ্কার করে রাখুন। প্রয়োজনে অভিজ্ঞ মেকানিক দিয়ে যন্ত্র পরবর্তী কাজের জন্য মেরামত করে নিন।

তথ্যের উৎস :

খামার যান্ত্রিকীকরণ এর মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প- ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডি এ ই), খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫। জানুয়ারি, ২০১৮।

যন্ত্রের নাম : কোদাল

যন্ত্রের ধরন : অন্যান্য

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি :

হস্ত চালিত/ কায়িক শ্রম

যন্ত্রের ক্ষমতা : হস্ত চালিত/ কায়িক শ্রম

যন্ত্রের উপকারিতা :

গাছের গোড়ায় মাটি তোলা/ আইল ছাঁটা, সেচ ও নিকাশ নালা তৈরি। কম জমির জন্য ফসল তোলা ও পরিচর্যা ব্যবহার হয়।

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য :

সাশ্রয়ী মূল্য, সহজ প্রাপ্য ও সহজে বহন যোগ্য।

রক্ষণাবেক্ষণ : ব্যবহারের পর মাটি ও পানি থেকে পরিষ্কার করে রাখুন।

তথ্যের উৎস :

খামার যান্ত্রিকীকরণ এর মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প- ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডি এ ই), খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫। জানুয়ারি, ২০১৮।

ফসল বাজারজাতকরণ**প্রথাগত ফসল পরিবহন ব্যবস্থা :**

মাথায় করে/ ঠেলাগাড়ি/ নৌকা

আধুনিক ফসল পরিবহন ব্যবস্থা :

ট্রলি ভেন গাড়ি, ট্রাক, রেলের ওয়াগন।

প্রথাগত বাজারজাত করণ :

চিবিয়ে খাবার আখ আঁটি বেঁধে স্থানীয় বাজার/রস করে মোকামে এবং চিনির আখ চুক্তিবদ্ধ চাষি সরাসরি মিলে / বিক্রয় কেন্দ্রে বাজারজাত করে।

আধুনিক পদ্ধতিতে বাজারজাত করণ :

গুড় আড়তে/ হাটবাজারে হাঁড়ি/ মটকা/ টিনের পাত্রে;এবং চিনি চটে,পলি ব্যাগে, নানা আকারের পাত্রে বাজারজাত করে।

ফসল বাজারজাতকরণের বিস্তারিত তথ্য পেতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই), ২৩/০২/২০১৮।